সমবায় সংগঠন
Cooperative Organization

৮

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্প বিপ্লবোত্তরকালে অর্থনীতির মানদণ্ডে ইউরোপীয় সমাজ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে- একটি ধনবান পুঁজিপতি শ্রেণি, অন্যটি শ্রমিক ও সাধারণ বিত্তহীন শ্রেণি। সে সময়ে শিল্পপতিরা তাদের খেয়াল খুশিমত শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের দাম, শ্রমিকদের মজুরি ইত্যাদি নির্ধারণ করত। শ্রমিক ও সাধারণ দরিদ্র শ্রেণিকে তখন পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের কৃপার উপরেই নির্ভর করে চলতে হতো। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক কর্মী ও দরিদ্র জনগণ সমবায় আন্দোলন নামে এক বিশেষ মতবাদে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করলেও ক্রমান্বয়ে সমবায় আন্দোলন সমগ্র ইউরোপে এমনকি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের বাস্তব রূপায়ণই হচ্ছে সমবায় সংগঠন বা সমবায় সমিতি। সমবায়ের মূল লক্ষ্য ছিল পুঁজিপতি ও শিল্পপতি তথা ধনিক, বণিক, মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা । 'একতাই বল', 'স্বাবলম্বনই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন', 'অধিক মুনাফা অপেক্ষা সেবাই শ্রেয়' ইত্যাদি এ সংগঠনের মূলমন্ত্র। এ ইউনিটে সমবায় সংগঠন সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৮.১: সমবায় সংগঠন: উপক্রমনিকা
পাঠ - ৮.২: সমবায় সংগঠন: গঠন ও উপবিধি
পাঠ - ৮.৩: সমবায় সংগঠনের প্রকারভেদ

পাঠ ৮.১ সমবায় সংগঠন: উপক্রমনিকা
Cooperative Organization: An Introduction

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমবায় সংগঠন কী বলতে পারবেন।
- সমবায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায় সংগঠনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রায় সকল কাজই সমবায় ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কারণ সেক্ষেত্রে শ্রেণি বৈষম্য নেই এবং সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যখন শ্রেণি বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে তখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের সুবিধার্থে সমবায় প্রতিষ্ঠা করে। উৎপাদক, ক্রেতা, ভোক্তা, শ্রমিক, মোট কথা সমাজের সকল শ্রেণির লোকই সমবায় সমিতি গড়ে তুলে সম্মিলিত কার্যক্রমের সুবিধা ভোগ করতে পারে।

সমবায় সমিতি সাধারণত সমমনা এবং একই অর্থনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সমিতি একই ধরনের স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং সকল সদস্যের স্বার্থই সমভাবে রক্ষিত হয়। সমবায় সমিতি একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। একটি সফল সমবায় সমিতি একদিকে সদস্যদের আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করতে সক্ষম হয় এবং অন্যদিকে সদস্যদের গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন কাজ করতে অভ্যস্ত করে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দৃঢ়তর করে। বাংলাদেশে সমবায় সংগঠন সমবায় সমিতি নামেও পরিচিত।

সমবায় সংগঠন বা সমবায় সমিতি কী

What is cooperative organization or society

'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'- এ চিন্তাধারা হতেই সমবায়ের জন্ম। সমশ্রেণি বা সমপেশাভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি একে অন্যের সাহায্যে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য যে সংস্থা গঠন করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করে তাকেই সমবায় সংগঠন বা সমবায় সমিতি বলে। সমবায় শব্দের সাধারণ অর্থ সহযোগিতা। একই উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি মিলেমিশে একে অন্যের সাহায্যে কাজ করার জন্য গঠিত সংগঠনকে সমবায় সমিতি বলা যায়। নিম্নে সমবায় সমিতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞার উল্লেখ করা হলো:

- **হেনরি সি. কালভার্ট** (Henry C. Calvert)-এর মতে, সমবায় হলো, "এমন এক ধরনের সংগঠন যেখানে সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মিলিত হয়"। [A form of organization wherein persons voluntarily associate together as human being on the basis of equality for the promotion of economic interest of themselves.]
- বাংলাদেশে কার্যকর **১৯৮৪ সালের সমবায় অধ্যাদেশের ২(চ) ধারায়** বলা হয়েছে, "সমবায় সমিতি বলতে এরূপ সমিতিকে বোঝায় যা অত্র অধ্যাদেশের অধীনে ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হয়েছে বা নিবন্ধনের অপেক্ষায় রয়েছে" [Cooperative society means a society registered or deemed to be registered under this ordinance.]

- **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার** মতে, সমবায় সমিতি হলো, "সাধারণভাবে নিম্নবিত্তের কতিপয় ব্যক্তির সংঘ যেখানে তারা সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে, যাতে তারা সমহারে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে এবং যার ঝুঁকি ও সুফল তারা নিজেদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।"

উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, সমমনা ও সমআর্থিক মর্যাদাসম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালনার শর্তে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা গঠন করে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য

Characteristics of cooperative society

অন্য যে কোনোরূপ ব্যবসায় সংগঠন হতে সমবায় সমিতি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সংগঠন। সমবায় সমিতি কতগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. **আত্মরক্ষার মাধ্যম:** ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনীদের দ্বারা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের শিকার হয়। সমবায় শোষক শ্রেণির হাত হতে শোষিতদের আত্মরক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

২. **স্বেচ্ছাকৃত সংঘবদ্ধতা:** শুধুমাত্র স্বেচ্ছাকৃতভাবে কতিপয় ব্যক্তি সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করে, কোনো রকম বাধ্যবাধকতার স্থান এখানে নেই।

৩. **গঠন প্রণালি:** দরিদ্র ও মধ্যত্তি শ্রেণির কতিপয় লোক স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরুপ সংগঠন করতে পারে। সমবায় আইন অনুসারে নিবন্ধকের নিকট এ ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করতে হয়।

৪. **সদস্যপদ:** সমস্বার্থ বিশিষ্ট প্রত্যেক লোকের জন্যই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ খোলা। অর্থাৎ সমঅর্থনৈতিক চরিত্র এবং একই বিষয়ে সমরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিই সমবায়ের সদস্য হতে পারে।

৫. **উদ্দেশ্য:** ব্যবসায়ের কোনো বিশেষ অংশে অর্থাৎ উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে সম্মিলিতভাবে কার্য পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের কল্যাণ সাধনই এরূপ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মুনাফা অর্জন এর মূল উদ্দেশ্য নয়।

৬. **দায়দায়িত্ব:** যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের মতো সদস্যদের দায়দায়িত্ব তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৭. **মূলধনের উৎস:** সমবায় সমিতির মূলধনের কোনো সীমারেখা নেই। তবে যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে সমবায় নিবন্ধিত হয় তার বেশি শেয়ার বিক্রয় করার অধিকার সমবায়ের নেই। কোনো সদস্যই সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা বা মোট মূলধনের ১/১০ অংশের বেশি মূল্যের শেয়ার কিনতে পারে না।

৮. **সদস্যদের পদমর্যাদা:** সমবায়ে সদস্যদের পদমর্যাদা সমান থাকে। পারস্পরিক হৃদ্যতা, একতা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতেই এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সুতরাং শেয়ারের পরিমাণ যাই থাকুক না কেন সকলের পদমর্যাদা সমান।

৯. **শেয়ারের মূল্য:** সমবায় সমিতি প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যের হতে পারে।

১০. **আইনগত মর্যাদা:** সমবায় আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে সমবায় সমিতির আইনগত মর্যাদা আছে। এটি পৃথক ব্যক্তিসত্তার অধিকারী এবং নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারে।

১১. **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা:** সমবায় সমিতির শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। তবে শেয়ার সমিতিতে ফেরত দিয়ে মূলধন উঠিয়ে নেয়া চলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য সমিতির পূর্বানুমতি নিয়ে শেয়ার হস্তান্তর করাও চলে।

১২. **সদস্য সংখ্যা:** ১৯৮৪ সালের সমবায় অধ্যাদেশ অনুযায়ী সমবায় সমিতি গঠন করতে হলে কমপক্ষে ১০ জন সদস্যের প্রয়োজন। এর কোনো উর্ধ্বসীমা নেই।

১৩. **নিবন্ধন:** সমবায় আইনানুসারে সমবায় সমিতি অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হয়।

১৪. **সরকারি নিয়ন্ত্রণ:** আইন সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে এর যাবতীয় কার্যক্রমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে।

১৫. **মুনাফা বণ্টন:** সমবায় কর্তৃক অর্জিত মোট মুনাফার এক-চর্তুর্থাংশ সঞ্চিতি তহবিলে রেখে বাকি অংশ বণ্টন করা চলে।

১৬. **স্থায়িত্ব:** আইনের দ্বারা স্থাপিত ও কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা সম্পন্ন বলে এরূপ সংগঠনের স্থায়িত্ব চিরন্তন।

১৭. **গণতান্ত্রিক পরিচালনা:** সদস্যদের বার্ষিক সভায় প্রত্যক্ষ ভোট এ নির্বাচিত পরিচালকগণই সমিতি পরিচালনা করেন। এরূপ পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

১৮. **কার্যের পরিধি:** সমবায়ের পরিধি অত্যন্ত ছোটো হয়ে থাকে। সমমনা এবং সমস্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাতীয় ভিত্তিতে একত্রীকরণ সম্ভব নয় বলেই স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় সমিতি গঠিত হয়।

১৯. **নিরীক্ষণ:** প্রতিবছর অন্তত একবার সমবায়ের হিসাবপত্র সরকারি নিরীক্ষকদ্বারা নিরীক্ষা করাতে হয়।

২০. **পারস্পরিক অভিন্নতার পাঠশালা:** সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যই সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে যায়। আর এর পরে তাদের মধ্যে এক অভিন্নতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা তারা সবটুকু উপলব্ধি বা চেতনা দিয়ে অনুভব করে এবং শিখে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমবায় সমিতি পৃথক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট এবং গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতি অনুসরণে পরিচালিত একটি আইনসৃষ্ট স্বেচ্ছাকৃত সংগঠন, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সমবায় সমিতিকে ব্যবসায়িক ভুবনে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রদান করেছে।

সমবায় সমিতির মূল নীতি বা আদর্শ

Fundamental principles of cooperative society

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত উৎপাদক, ভোক্তা, শ্রমিক বা ব্যবসায়ীগণকে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। উচ্চবিত্তগণ এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ও স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত হন এবং যৌথভাবে কতিপয় নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করেন। এ নীতিগুলো নিম্নে আলোচিত হলো:

১. **একতা (Unity):** একতার মাধ্যমে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও উচ্চবিত্ত শ্রেণির যে কোনো অনাচারকে প্রতিহত করতে পারে। সমবায় একতার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত।

২. **সাম্য (Equality):** সকল সদস্যের অধিকার ও মর্যাদা সমবায় সমিতিতে সমান। অর্থাৎ কোনো শ্রেণিভেদ সমবায় সমিতিতে থাকেনা।

৩. **স্বেচ্ছাকৃত সংঘবদ্ধতা (Voluntary association):** সমবায় সমিতির সদস্যগণ একান্তই স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে থাকেন। কোনোরূপ শক্তিপ্রয়োগ করে সদস্য সংগ্রহ করা হয় না।

৪. **সেবা (Service):** সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য সদস্যদের এবং জনগণের সেবা করা বা কল্যাণ সাধন করা। মুনাফা অর্জন সমবায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

৫. **একাত্মবোধ (Proximity):** সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে- এ নীতি সমবায়ে অনুসৃত হয়। কারণ যৌথ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সমবায় সমিতির জন্ম।

৬. **মিতব্যয়িতা (Economy):** সাধ্যমত মিতব্যয়িতা নিশ্চিত করা সমবায়ের অন্যতম নীতি। এতে সঞ্চয় ও আয় বাড়ে।

৭. **শান্তি বজায় (Peace):** সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে যেন কোনোরূপ বিরোধ সৃষ্টি না হয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে সেদিকে নজর রেখে সমবায় সমিতিতে কাজ করতে হয়।

৮. **সহযোগিতা (Cooperation):** সকল সদস্যের পারস্পারিক সহযোগিতা প্রদানই সমবায়ের আদর্শ।

৯. **সমভোটাধিকার (Equal right of votes):** প্রত্যেক সদস্যের ভোটাধিকার সমান। এক্ষেত্রে কোনো সদস্যের অধিক পরিমাণ শেয়ার থাকলেও সে অতিরিক্ত ভোট দেবার সুযোগ পাবে না।

১০. **গণতান্ত্রিক পরিচালনা (Democratic administration):** সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় সকলের ভোটে নির্বাচিত কার্য নির্বাহী কমিটিই সাংবার্ষিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১১. **মূলধনের উর্ধ্বসীমা (Upper limit of capital):** কোনো সদস্যের মোট মূলধনের ১/১০ অংশের অধিক বিনিয়োগ করার অধিকার নেই। আধিপত্য সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে এ বিধির প্রচলন করা হয়েছে।

১২. **মুনাফা বণ্টন (Distribution of profit):** মুনাফা অর্জন বা মুনাফা বণ্টন সমবায়ের নীতি নয়। বরং সেবাই সমবায়ের আদর্শ। আর এ জন্যই সমবায়ের অর্জিত মুনাফার কমপক্ষে ১/৫ অংশ বণ্টনের পরিবর্তে সঞ্চিতি তহবিলে রাখা হয়।

১৩. **রাজনীতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা (Neutrality in politics and in religion):** রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভেদের স্থান সমবায়ে নেই। সকলেই নিজ নিজ মতাদর্শের পৃথকত্ব বজায় রেখে সমবায়ে মিলিত হতে পারে।

১৪. **আর্থিক সচ্ছলতা (Financial solvency):** সমবায় সমিতির সাফল্য প্রধানত আর্থিক সচ্ছলতার ওপর নির্ভরশীল। তাই সমবায়ের কার্যসমূহ মিতব্যয়িতার সাথে সম্পাদন করা উচিত যাতে সংগঠনের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করা সম্ভব হয়।

সমবায় সমিতির কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের জন্য উপরিউক্ত নীতিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। এ আদার্শগুলোকে সমুন্নত রেখে সমবায়ীগণ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হলে এর মাধ্যমে সমবায়ের মূল লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য

Objectives of cooperative society

সমবায় সমিতি সমাজের নিম্নশ্রেণি যেমন- কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে ও দরিদ্র কৃষিজীবির আর্থিক ও বৈষয়িক কল্যাণার্থে সৃষ্ট সংগঠন। সমাজের নিম্ন আয়ের লোকজন তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচষ্টার মাধ্যমে ধনিক শ্রেণির শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয় এ সমবায়ের মাধ্যমে। সমবায় সংগঠনের এ কল্যাণধর্মী উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো:

১. **সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন:** সমবায় সমিতির প্রধানতম লক্ষ্য হচ্ছে এর সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। শ্রমিক শ্রেণি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান প্রভৃতি কার্যে জড়িত বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমতিরি সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নে সচেষ্ট হয়।

২. **মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ:** মধ্যস্থ ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণির হাত থেকে সমাজের নিম্নবিত্ত দরিদ্র শ্রেণির লোকদের রক্ষা করা সমবায়ের আরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। ক্রয় সমবায়, বিক্রয় সমবায়, উৎপাদক সমবায় ইত্যাদির মাধ্যমে এদের প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব হয়।

৩. **মূলধনের যোগান:** সমবায় সমিতি বহুলোকের পুঁজিকে একত্রিত করে বড় আকারের মূলধনের যোগান দেয়। এককভাবে পুঁজির সংস্থান করে, বৃহৎ সংগঠনের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সংগঠিত উপায়ে তথা সমবায়ের মাধ্যমে অধিক মূলধন নিয়ে ব্যবসায় জগতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সহজ হয়।

৪. **কর্মসংস্থান:** অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত এমনকি শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মের সংস্থান করা সমবায়ের আরেক উদ্দেশ্য। কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হয় এ সমবায়ের মাধ্যমেই।

৫. **সম্পদের সুষম বণ্টন:** সমবায় সমিতি সমাজের উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির মধ্যে ধনবৈষম্য দূর করতে সহায়তা করে। সকল শ্রেণির মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতা রক্ষার প্রচেষ্টাই সমবায়ের উদ্দেশ্য।

৬. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন:** সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা দেয়। এতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র আর্থিকভাবে লাভবান হয়। সদস্যরা ন্যায্য মূল্যে উত্তম পণ্য ও সেবা পেয়ে থাকে। ফলে সামগ্রিকভাবে সদস্য ও অন্যান্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৭. **আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন:** সমবায়ীদের স্বনির্ভর করে তোলা সমবায়ের আরও একটি উদ্দেশ্য। ছোটোবড় বিভিন্ন কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে সদস্যরা সমবায়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়।

৮. **ঐক্য প্রতিষ্ঠা:** অর্থাৎ ঐক্যই শক্তি- এ মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সমবায়ের অপর এক উদ্দেশ্য। সমাজের বঞ্চিত ও নিগৃহীত শ্রেণিকে সমবায় ঐক্যের পথে ধাবিত করে।

৯. **নেতৃত্ব সৃষ্টি:** সমবায় তৃণমূলে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কেননা সমবায় সমিতি সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও অংশ নিয়ে দক্ষতা অর্জন ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে।

১০. **সামাজিক কল্যাণ:** সদস্যদের স্বার্থ রক্ষাই সমবায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমবায় সমিতি সামাজিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্য ইত্যাদির মাধ্যমে সমবায় সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেয়।

১১. **সংঘবদ্ধ করা:** সমবায় সমিতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে কতিপয় সমশ্রেণিভুক্ত ও সমমানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংঘবদ্ধ করে তোলা। একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয় বিধায় সমবায়ের মাধ্যমে কতিপয় লোক নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে সংঘবদ্ধ হয়।

১২. **দক্ষতার উন্নয়ন:** সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া সদস্যগণ সমিতি কর্তৃক গৃহীত বাস্তবভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয় বিধায় বাস্তবশিক্ষা লাভেও সমর্থ হয়।

১৩. **বৃহদায়তন ক্রয় সুবিধা:** স্বল্প আয়ের জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সহজ শর্তে ও ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহের লক্ষ্যে ক্রয় সমবায় সমিতি গঠন করে। ফলে তারা অধিক পরিমাণ পণ্য তুলনামূলক কম মূল্যে ক্রয় করার সুবিধা পেয়ে থাকে।

১৪. **প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা:** স্বল্প মূলধনের উৎপাদকগণ তাদের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ফলে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে সমবায় গঠন করে।

১৫. **সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি:** সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করা সমবায়ের অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য। সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে বৃহৎ পুঁজি সৃষ্টি করা হয়- এতে তাদের সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ে।

বাস্তবে সমবায় সমিতি সমাজের নিম্ন আয় শ্রেণির ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে 'ঐক্যই শক্তি', 'একতাই বল' এমন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যেও সমবায় সমিতি গঠিত হয়ে থাকে।

সমবায় সমিতির গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা

Importance/necessity of cooperative society

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চাকায় পিষ্ট দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমে সমবায়ের চিন্তাধারার জন্ম দেয়। সমবায়ের মূল লক্ষ্য ছিল নিম্নবিত্ত শ্রেণির জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ। বর্তমানে যে কোনো অর্থনীতিতে বিশেষ করে বাংলাদেশের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য এরূপ গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব অসীম। নিম্নে সমবায় সমিতির গুরুত্ব আলোচিত হলো:

১. **ঐক্য সৃষ্টি:** 'Unity is strength' এ শ্লোগানই সমবায়ের মূলমন্ত্র। যেখানে একক ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় বৃহৎকার্য সম্পাদন করা যায় না সেখানে সমবায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার শিক্ষা দেয়। দুর্বল ও শোষিত শ্রেণি সমবায়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহৎ কোনো অর্জনের পথকে প্রশস্ত করতে সক্ষম হয়।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** নিম্ন আয়ের লোকজন কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মৎস চাষ ও খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের আর্থিক কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত হয়। এতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হয়।

৩. **মূলধন গঠন:** সমবায় সমিতি তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো দেশের সামগ্রিক মূলধন গঠনে সহায়তা করে। কেননা এতে সদস্যদের ক্ষুদ্র আমানত একত্রিত হয় এবং তা বিনিয়োজিত হয়ে থাকে। এটি সদসদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি সমাজের অন্যান্যদেরও সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করে। সমবায় দেশের অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে।

৪. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** সমবায় সমাজের নিম্নবিত্ত শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মের সংস্থান করে। কারণ সমবায় তাদের কর্মের যোগান দেয় এবং এর মাধ্যমে সমবায়ীরা আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পায়।

৫. **বৈষম্য হ্রাস:** সমবায় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের সাহায্য করে। পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে সমবায় সমাজের সকল শ্রেণির মধ্যে অর্থের সুষম বণ্টনের পথকে উন্মুক্ত করে। এতে ধন বৈষম্য হ্রাস পায়।

৬. **মধ্যস্থব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ:** সমবায় সমিতির সদস্যরাই পণ্য উৎপাদন করে এবং এগুলো বিক্রয়ের কাজও তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ফলে সদস্য ও অন্যান্য শ্রেণি ন্যায্য মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে মধ্যস্থব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয় এবং এতে তাদের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত হয়।

৭. **দারিদ্র্য দূরীকরণ:** সমবায় সমিতি সাধারণত নিম্নবিত্ত ও সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণধর্মী সংগঠন। সমাজের অনুন্নত শ্রেণির অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সমবায়ের মাধ্যমে তাদের পুঁজি একত্রিত করে যে মুনাফা অর্জন করে তা

নিজেদের মধ্যে বণ্টিত হয়। ফলে এটি তাদের দারিদ্র্য দূর করে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের একটি বাহন হিসেবে কাজ করে।

৮. **নৈতিকতার উন্নয়নঃ** বাংলাদেশের মানুষের নৈতিকতা চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন। সততা, সহযোগিতা, একতা, সমাজসেবা ইত্যাদি আজকের দিনে হারিয়ে যেতে বসেছে। সমবায় শৃংখলা ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হবার শিক্ষা দিয়ে নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নে মাধ্যমে এ ক্ষয়িষ্ণু সমাজে আশার আলো জ্বালায়।

৯. **কর্মস্পৃহা জাগ্রতকরণঃ** সমাজের স্বল্প আয়ের দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন ও উদ্যমহীন লোকদের মধ্যে সমবায় কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পারে। কেননা সমবায় শ্রমবিমুখ ও অসচ্ছল লোকদের কর্মমুখী ও সচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে সুসংগঠিত করে তোলার সংগঠন।

১০. **একচেটিয়া ব্যবসায় রোধঃ** বিত্তশালী ও পুঁজিপতি শ্রেণির ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সমবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কেননা সমবায় ক্ষুদ্র পুঁজির ব্যবসায়ীদের সুসংগঠিত করে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

১১. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়নঃ** অধিক সংখ্যক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে, সমাজের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির পরিবর্তন হয় । এতে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

১২. **কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নঃ** দেশের কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, দরিদ্র কৃষক শ্রেণি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিকগণ সমবায়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়। এতে তারা সরকারি সহযোগিতায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে। ফলে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সহজতর হয়।

১৩. **বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুযোগঃ** সমবায় সমিতির সদস্যদের স্বল্পপুঁজি , দক্ষতা, মেধা ও শ্রমকে একত্রীভূত করে। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বৃহদায়তনে উৎপাদন, ক্রয়বিক্রয় এবং অন্যান্য সুযোগ লাভ করে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৪. **গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাঃ** সমবায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যখন পুঁজিপতি ও বিত্তশালী শিল্পপতিদের নিষ্পেষণে পিষ্ট তখণই তারা সমবায়ের মাধ্যমে সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

১৫. **সামাজিক উন্নয়নঃ** সমবায় কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত করে তা নয়, এটি সামাজিক আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করে। সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যসূচি গ্রহণ করে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, আবাসিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি নানাবিধ কল্যাণকর কাজে অংশ নিয়ে সমবায় সমিতি সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে থাকে।

এছাড়া সমবায় সমিতি দেশের জনগণের দক্ষতা উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ঋণের সুযোগ সৃষ্টি, মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ইত্যাদি বহুবিধ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণধর্মী কার্যক্রমে অংশগ্রহণকরে সামজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর এ কারণেই সমবায়ের জয়গান গাওয়া হয় এভাবে- 'সমবায়ই শক্তি, সমবায়ই মুক্তি'।

সারসংক্ষেপ

সমশ্রেণি বা সমপেশাভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি একে অন্যের সাহায্যে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য যে সংস্থা গঠন করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করে তাকেই সমবায় সংগঠন বা সমবায় সমিতি বলে। অন্য যে কোনোরূপ ব্যবসায় সংগঠন হতে সমবায় সমিতি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সংগঠন। সমবায় সমিতি কতগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত উৎপাদক, ভোক্তা, শ্রমিক বা ব্যবসায়ীগণকে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। উচ্চবিত্তগণ এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ও স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত হন এবং যৌথভাবে কতিপয় নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করেন। সমবায় সংগঠনের বহুবিধ কল্যাণধর্মী উদ্দেশ্য রয়েছে। বর্তমানে যে কোনো অর্থনীতিতে এরূপ গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব অসীম।

পাঠ ৮.২ সমবায় সংগঠন: গঠন ও উপবিধি
Cooperative Society: Formation and By-Laws

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমবায় সংগঠনের গঠন প্রণালি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায় সংগঠনের উপবিধিগুলো বলতে পারবেন।

সমবায় সাধারণত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আইন অনুযায়ী গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সমবায় সমিতি এক বা ততোধিক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে। বীজ বপনের পূর্বে উত্তমরূপে জমি কর্ষণ ও ভালো সার ব্যবহার না করলে যেমন ভালো ফসল ফলানো যায় না, তেমনি কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ার পূর্বে এর সহায়ক উপযুক্ত ক্ষেত্র বা পরিবেশ সৃষ্টি না করলে তা স্থায়ী হতে পারে না। আমাদের দেশের সমবায় আন্দোলন আশাপ্রদ সফলতা লাভ না করার প্রধান কারণ, সমিতি গঠনের পরিবেশ ও ভিত্তি ঠিক না করেই সমিতি গঠন করা হয়েছিল। সুতরাং সমবায় সংগঠনে হাত দেওয়ার পূর্বেই প্রস্তাবিত সমিতির সদস্যদের মধ্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদেরকে সমবায় আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ পাঠে আমরা সমবায় সংগঠনের গঠন প্রণালি ও এর উপবিধি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সমবায় সমিতির গঠন প্রণালি
Formation procedures of cooperative society

সমবায় সমিতি একটি আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। একাধিক ব্যক্তি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের সমবায় সমিতিসমূহ 'সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪' এবং 'সমবায় বিধি ১৯৮৭' অনুযায়ী গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সমমনা ও সমস্বার্থ বিশিষ্ট কমপক্ষে ১০ জন সদস্যকে সমিতি গঠনের জন্য সম্মত হতে হয়, যাদের বয়স ১৮ বছর বা তার উর্ধ্বে। সমবায় সমিতি গঠনের বিভিন্ন পর্যায় নিম্নরূপ:

১. উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়
২. নিবন্ধন পর্যায়
৩. কার্যারম্ভ পর্যায়

১. **উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় (Stage of taking initiative):** সমবায় সমিতি গঠনের জন্য কমপক্ষে সমমানসিকতা সম্পন্ন ১০ জন ব্যক্তিকে একত্রিত হতে হয়। প্রাথমিক অবস্থায় যেসব ব্যক্তি সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেয় তাদেরকে উদ্যোক্তা বলা হয়। এরূপ ৬ জন উদ্যোক্তার সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি কমিটি। কমিটির সদস্যবৃন্দ হচ্ছে-

ক. চেয়ারম্যান ১ জন
খ. ভাইস চেয়ারম্যান ১ জন
গ. সেক্রেটারি ১ জন
ঘ. কোষাধ্যক্ষ ১ জন
ঙ. সাধারণ সদস্য ২ জন

সমিতি গঠনের জন্য ভারাপ্রাপ্ত কমিটি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে সমিতির উপবিধি প্রণয়ন করেন। উপবিধি সমিতির একটি প্রয়োজনীয় দলিল যাকে সমিতির গঠনতন্ত্রও বলা যেতে পারে। উপবিধিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো-

(ii) সমিতির নাম ও ঠিকানা; (ii) উদ্দেশ্যসমূহ; (iiii) উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি; (iv) উদ্যোক্তার নাম, ঠিকানা, পদবি ইত্যাদি।

২. **নিবন্ধন পর্যায় (Stage of registration):** এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমবায় নিবন্ধকের অফিস হতে নিবন্ধনের আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়। আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ করে নির্দিষ্ট ফিসহ নিবন্ধকের নিকট জমা দেওয়া হয়। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র ও তথ্যাবলি প্রদান করতে হয়-

(i) প্রস্তাবিত সমিতির সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও তারিখসহ স্বাক্ষর;
(ii) উদ্যোক্তাদের স্বাক্ষরিত ২ কপি উপবিধি;
(iiii) সিলমোহরের নমুনা;
(iv) আবেদনপত্রটি সঠিকভাবে পূরণ হয়েছে এ মর্মে সম্পাদক ও উদ্যোক্তাদের স্বাক্ষরকৃত প্রতিশ্রুতি।

নিবন্ধক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্রটি পরীক্ষানিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে প্রস্তাবিত সমিতি নিবন্ধন করে নেন।

৩. **কার্যারম্ভ পর্যায় (Stage of commencement):** সমিতি নিবন্ধন হওয়া মাত্রই তা নিজস্ব সত্তালাভ করে। নিবন্ধিত সমিতি আইনগত মর্যাদার অধিকারী হয় এবং নিজ নাম ও সিল ব্যবহার করে যথারীতি কার্য আরম্ভ করতে পারে।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সমবায় সমিতির গঠন কার্য সমাপ্ত হয়ে থাকে।

সমবায় সমিতির উপবিধি

By-laws of cooperative society

যে দলিলে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন বিবৃতি থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি বলে। সমিতির উদ্দেশ্যের আলোকে যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্য উপবিধি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আর তাই এটি প্রণয়নকালে উদ্যোক্তাদেরকে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। উপবিধি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে তা সমবায় আইন ও নিয়মাবলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ উপবিধি ১৯৮৪ সালের সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ও ১৯৮৭ সালের সমবায় বিধি মোতাবেক প্রণয়ন করতে হয়। উপবিধিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. সমবায় সমিতির নাম;
২. সমিতির ঠিকানা;
৩. সমিতির উদ্দেশ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্র;
৪. সদস্যদের যোগ্যতা ও শর্তাবলি;
৫. সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব;
৬. মূলধন সংগ্রহ ও বৃদ্ধির উপায়;
৭. মুনাফা বণ্টনের পদ্ধতি;
৮. সমিতির পরিচালকদের নিয়োগ ও দায়িত্ব;
৯. নির্বাহীর কর্তব্য, দায়িত্ব ও ক্ষমতা;
১০. নির্বাহীর অপসারণ ও অবসর গ্রহণ পদ্ধতি;
১১. নির্বাহী পর্ষদের সভা সংক্রান্ত বিধি;
১২. হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা;
১৩. লভ্যাংশ বিতরণ পদ্ধতি;
১৪. শেয়ারের মূল্য, সংখ্যা ও হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধি;
১৫. সমিতির ঋণদান ও ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি;
১৬. সিলমোহর সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি;
১৭. বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি;
১৮. উপবিধি সংশোধনজনিত নিয়ম;
১৯. সভা আহ্বান ও ভোট গ্রহণ পদ্ধতি;
২০. কর্মচারী নিয়োগ, অপসারণ ও পদোন্নতি পদ্ধতি;
২১. সমিতির কার্যক্রম তদারক পদ্ধতি;
২২. সমিতির বিলোপ সাধন পদ্ধতি।

এখানে মনে রাখা দরকার, সসীম দায় সমবায়ের ক্ষেত্রে Ltd. শব্দের উল্লেখ থাকতে হয়। উপরিউক্ত বিষয়গুলো উপবিধিতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও সমিতি তার প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য যে কোনো বিষয় উপবিধিতে উল্লেখ করতে পারে। বিধিবহির্ভূত কোনো বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। তবে এ উপবিধির কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা প্রত্যাহার করতে হলে সমিতির শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ সদস্যের সমর্থন আদায় করতে হয়। এরূপ পরিবর্তন সম্পর্কে অবশ্যই নিবন্ধককে অবহিত করতে হবে।

গোলাপ বানুর স্বপ্ন

মানুষ তাঁর স্বপ্নের সমান বড়। কথাটা সব সময় বলেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। চেষ্টা, কর্মস্পৃহা ও ইচ্ছাশক্তিই স্বপ্ন দেখা মানুষকে তাঁর স্বপ্নের কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে এ বছর বেগম রোকেয়া পদক বিজয়ী গোলাপ বানুর জীবনের গল্পটি যেন স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যাওয়া বাস্তব এক চরিত্র। জীবনযুদ্ধ করতে করতেই যেন তিনি হয়ে উঠেছেন স্বপ্নের চেয়েও বড়। নারী উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোলাপ বানুর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন বেগম রোকেয়া পদক।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ছোঁয়া না পাওয়া গোলাপ বানু এখন হাজারো নারীর স্বপ্ন দেখার চোখ। অনেকের কাছে প্রেরণাও। অভাবী নারীদের নিয়ে প্রতিদিনের রান্নার চাল থেকে জমানো মুঠো চাল দিয়ে সঞ্চয়ের শুরু। এরপর সমবায় সমিতি গড়ে তা শতকোটিতে নিয়ে যাওয়া। সত্যিই স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যাওয়া। গোলাপ বানুর সেই সমিতির নাম 'বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি'। নুরের চালা এলাকায় ১০০ সদস্য আর পাঁচ হাজার টাকার মূলধন নিয়ে শুরু করা বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির এখন নিজস্ব জমিতে সাড়ে ছয়তলা ভবন। মূলধন ১৭০ কোটি টাকা। সদস্য সংখ্যা ৪৩ হাজারের বেশি। ব্যবস্থাপক নিত্য অধিকারী জানান, ১৭০ কোটি টাকার মূলধনের মধ্যে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা এখন ঋণ হিসেবে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বাকি টাকা নগদ ও বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ রয়েছে। সমিতির নামে গাজীপুরেও সাড়ে ১৬ বিঘা জমি রয়েছে। তার মধ্যে কিছু জায়গায় প্লট বানিয়ে সদস্যদের দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর ভাটারা, বাড্ডা, গুলশান, উত্তরা, খিলক্ষেত ও ক্যান্টনমেন্টসহ ছয়টি থানায় সমিতি কাজ করছে। গাজীপুরেও সীমিত আকারে কাজ শুরু করেছে। সঞ্চয় ও ঋণ দেওয়া ছাড়াও রাজধানীতে ছয়টি বয়স্ক শিক্ষার স্কুল পরিচালনাসহ ১১ ধরনের কাজ করছে সমিতি। সমিতির সদস্যদের নির্বাচিত ১২ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে চলে এর কার্যক্রম। সমিতিতে কর্মরত আছেন ৭১ জন। মাসে গড়ে লেনদেন হয় প্রায় ১০ কোটি টাকা।

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি ২০০২ ও ২০০৯ সালে সরকারিভাবে শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায় সমিতি নির্বাচিত হয়। আর গোলাপ বানু ২০১০ সালে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী নির্বাচিত হন। এ ছাড়া দেশবিদেশে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে এ সমিতি। গোলাপ বানুর জীবনের জয়গান প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বললেন, শুধু স্বপ্ন দিয়ে তিনি আজকের অবস্থানে আসতে পারতেন না, যদি কাজ ও উদ্যমকে স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারতেন। কিন্তু গোলাপ বানু সেটি পেরেছেন, তাই তিনি বিজয়ী।

[গোলাপ বানু সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথমআলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের তথ্যের ভিত্তিতে এটি রচিত হয়েছে।]

সারসংক্ষেপ

সমবায় সমিতি একটি আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। সমমনা ও সমস্বার্থ বিশিষ্ট কমপক্ষে ১০ জন সদস্যকে সমিতি গঠনের জন্য সম্মত হতে হয়, যাদের বয়স ১৮ বছর বা তার উর্ধ্বে। সমবায় সমিতি গঠনের তিনটি পর্যায় রয়েছে- উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়, নিবন্ধন পর্যায় এবং কার্যারম্ভ পর্যায়। যে দলিলে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন বিবৃতি থাকে তাকে সমবায় সমিতির উপবিধি বলে। সমিতির উদ্দেশ্যের আলোকে যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্য উপবিধি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আর তাই এটি প্রণয়নকালে উদ্যোক্তাদেরকে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। উপবিধি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে তা সমবায় আইন ও নিয়মাবলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ উপবিধি ১৯৮৪ সালের সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ও ১৯৮৭ সালের সমবায় বিধি মোতাবেক প্রণয়ন করতে হয়।

পাঠ ৮.৩ সমবায় সংগঠনের প্রকারভেদ
Types of Cooperative Society

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- উৎপাদক সমবায় সমিতি কী বলতে পারবেন।
- ভোক্তা সমবায় সমিতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সমাজের স্বল্প আয় বিশিষ্ট সাধারণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কল্যাণধর্মী যৌথ প্রচেষ্টার সংগঠন হচ্ছে সমবায় সংগঠন। বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ তাদের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্যে নানাধর্মী সমবায় সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। এ কারণে সমাজে বিচিত্র ধর্মী সমবায় সংগঠন দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নের রেখাচিত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিন্যাসকৃত সমবায় সমিতির প্রকারভেদ দেখানো হলো:

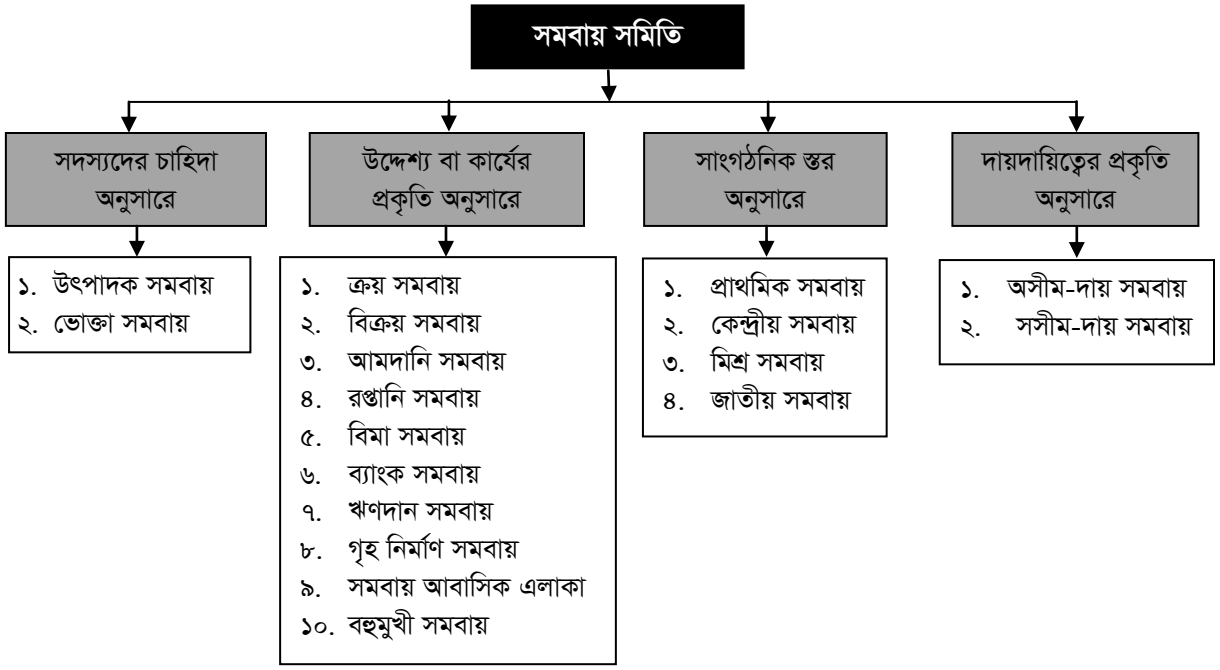

চিত্র ৮.১: বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি

বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি

Different types of cooperative society

ক. সদস্যদের চাহিদা অনুসারে (According to the demand of members)

১. উৎপাদক সমবায় সমিতি (Producers cooperative society): ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক ও উৎপাদকগণ বৃহদায়তন শিল্পগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তাদের স্বল্প অর্থকে একত্রিত করে যে সমবায় গঠন করে তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে। কোনো এলাকায় কতিপয় শ্রমিক একত্রে মিলে কোনো উৎপাদন শুরু করলে বা কতিপয় ব্যক্তি সমবায়ের ভিত্তিতে কোনোরূপ উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত হলে তা উৎপাদক সমবায় সমিতি নামে পরিচিত হবে। তাঁতিদের সমবায়, দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় ইত্যাদি এ জাতীয় সমবায় সমিতির উদাহরণ। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা পাঠের শেষে করা হয়েছে।

২. ভোক্তা সমবায় সমিতি (Consumers cooperative society): যখন কোনো বিশেষ পণ্যের বা কতিপয় পণ্যের ভোক্তাগণ মধ্যস্থব্যবসায়ীর মুনাফার শিকার না হয়ে কম মূল্যে জিনিস কিনতে চান তখন তাদের চাহিদা পূরণে যে সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় তাকে ভোক্তা সমবায় সমিতি বলে। এ সমবায় সমিতি উৎপাদনকারী, আমদানিকারক বা পাইকারের নিকট থেকে পাইকারি মূল্যে পণ্যসামগ্রী খরিদ করে সেসব পণ্য সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্যের নিকট ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। ভোক্তা সমবায় সমিতিকে বণ্টনকারী সমবায় সমিতি নামেও অভিহিত করা হয়। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা পাঠের শেষে করা হয়েছে।

খ. উদ্দেশ্য বা কার্যের প্রকৃতি অনুসারে (According to the objectives/nature of functions)

১. ক্রয় সমবায় সমিতি (Purchasing cooperative society): বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ যদি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, যেমন- পণ্য-দ্রব্য, কাঁচামাল, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ক্রয় সুবিধা গ্রহণ করে, তবে তাকে ক্রয় সমবায় সমিতি বলে। সাধারণ ভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে এ সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন সরাসরি উৎপাদকের বা তাদের প্রতিনিধির নিকট থেকে পাইকারি হারে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে।

২. বিক্রয় সমবায় সমিতি (Marketing cooperative society): ক্ষুদে উৎপাদক, কৃষক ইত্যাদি শ্রেণির লোকজন তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়, গুদামজাতকরণ, পরিবহন ইত্যাদি ব্যাপারে পাইকারি সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে যদি কোনো সমবায় সংগঠন গঠন করে তবে তাকে বিক্রয় সমবায় সমিতি বলে।

৩. আমদানি সমবায় সমিতি (Import cooperative society): ক্ষুদে আমদানিকারকগণ তাদের নানাবিধ সুবিধা ও সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায়ের নিমিত্তে যে সমবায় গঠন করে তা আমদানি সমবায় সমিতি নামে পরিচিত।

৪. রপ্তানি সমবায় সমিতি (Export cooperative society): ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি বিষয়ে পাইকারি সুবিধা, সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ও সরকারের নিকট হতে দাবি আদায়ের নিমিত্তে যদি সমবায় সমিতি গঠন করে তবে তাকে রপ্তানি সমবায় সমিতি বলা হবে।

৫. বিমা সমবায় সমিতি (Insurance cooperative society): নিজেদের বিমা নিজেরা সংঘবদ্ধভাবে করার জন্য কোনো জনগোষ্ঠী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করলে তাকে ব্যাংক সমবায় সমিতি বলে।

৬. ব্যাংক সমবায় সমিতি (Bank cooperative society): ক্ষুদ্র ভিত্তিতে সদস্যদের নিকট হতে আমানত গ্রহণ ও তাদেরকে ঋণদানের জন্য যে সমবায় গড়ে ওঠে তাকে ব্যাংক সমবায় সমিতি বলে।

৭. ঋণদান সমবায় সমিতি (Credit cooperative society): মহাজন বা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের বদলে কম সুদে নিজেদের সঞ্চয় হতে ঋণ গ্রহণের জন্য যদি পেশাজীবীরা মিলিত হয়ে কোনো সমবায় গঠন করে তাকে ঋণদান সমবায় সমিতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৮. গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি (Housing cooperative society): যদি মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকেরা নিজেদের গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কোনো সমবায় গড়ে তোলে তবে তাকেই গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি বলা হয়।

৯. সমবায় আবাসিক এলাকা (Cooperative housing society): কোনো স্থানে আবাসিক প্লট খরিদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো জনগোষ্ঠী একত্রিত হয় তবে তাকে সমবায় আবাসিক এলাকা বা আবাসিক এলাকাভিত্তিক সমবায় বলে।

১০. **বহুমুখী সমবায় সমিতি (Multi purpose cooperative society):** যখন কোনো সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক কাজে লিপ্ত হয় তখন তাকে বহুমুখী সমবায় সমিতি বলে। এরূপ সমবায় সমিতি ক্রয়, বিক্রয় গৃহ নির্মাণ ঋণদান, ব্যাংকিং বিমা এ ধরনের বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে থাকে।

গ. সাংগঠনিক স্তর অনুসারে (According to the organizational stage)

১. **প্রাথমিক সমবায় সমিতি (Primary cooperative society):** প্রাথমিক সমবায় সমিতি হচ্ছে সে ধরনের সমবায় সংগঠন যা সর্বনিম্ন স্তরে বা প্রাথমিক পর্যায়ে গঠিত হয়। সমবায় বলতে মূলত এ স্তরের সমবায়কেই বোঝানো হয়। ইউনিয়ন থেকে থানা পর্যায়ের সমিতি এর অন্তর্ভুক্ত।

২. **কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (Central cooperative society):** কতগুলো প্রাথমিক সমবায় সমিতির সম্মিলিত রূপ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। ইউনিয়ন বা থানা পর্যায়ের সমিতিগুলো একত্রিত হয়ে এ জাতীয় সমিতি গঠিত হয়। এটি সমবায়ের দ্বিতীয় স্তর । এ সমিতিতে কোনো ব্যক্তি সদস্য হতে পারেনা।

৩. **মিশ্র সমবায় সমিতি (Mixed cooperative society):** এটি সমবায়ের তৃতীয় স্তর। ব্যক্তি সদস্যের পাশাপাশি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো এর সদস্য হয়ে থাকে। বিভাগীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতিগুলো একত্রিত হয়ে মিশ্র সমবায় সমিতি গঠন করে।

৪. **জাতীয় সমবায় সমিতি (National cooperative society):** এটি সর্বোচ্চ স্তরের (চতুর্থ স্তর) সমবায় সংগঠন। জাতীয় পর্যায়ে যে সমিতি গঠন করা হয় তাকেই জাতীয় সমবায় সমিতি বলে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যরত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিগুলোর সমন্বয়ে এরূপ সমবায় সমিতি গঠিত হয়।

ঘ. দায়দায়িত্বের প্রকৃতি অনুসারে (According to the liabilities)

১. **অসীম-দায় সমবায় সমিতি (Unlimited cooperative society):** অসীম দায় সমবায় সমিতি হচ্ছে সে ধরনের সমবায় সংগঠন যেখানে সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ার দ্বারা বা অন্য উপায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমিতির দেনার জন্য এ জাতীয় সমিতির সদস্যরা এককভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের সমিতির প্রচলন দেখা যায় না।

২. **সসীম দায় সমবায় সমিতি (Limited cooperative society):** সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় যখন তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের আংকিক মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে সসীম দায় সমবায় সমিতি বলে। সদস্যদের সীমিত দায়কে বোঝাবার জন্য এরূপ সমবায় সমিতির নামের শেষে লিমিটেড শব্দ যোগ করা হয়। দেশের অধিকাংশ সমবায়ই এ শ্রেণিভুক্ত।

উল্লিখিত সমবায় সমিতিসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক চুক্তি ও নির্মাণ সমবায় সমিতি, কৃষি সমবায় সমিতি, অকৃষি সমবায় সমিতি, অ-ঋণদান সমবায় সমিতি, শিল্প সংক্রান্ত সমবায় সমিতি ইত্যাদি বহুবিধ সমবায় সমিতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

উৎপাদক সমবায় সমিতি

Producers cooperative society

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক ও উৎপাদকগণ বৃহদায়তন শিল্পগুলোর উৎপাদন সুবিধা ভোগ করার জন্য এবং এদের সাথে টিকে থাকার জন্য যে সমবায় সমিতি গঠন করে তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে। কোনো এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি সমবায়ের ভিত্তিতে কোনোরূপ উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত হলে তা উৎপাদক সমবায় সমিতি নামে পরিচিত হবে। এ সমিতির সদস্যগণ নিজেরা পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি মধ্যস্থব্যবসায়ীদের প্রভাবমুক্ত হয়ে সদস্যদের মধ্যে এবং অন্যান্য ক্রেতাদের মাঝে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে ও তাঁতশিল্পে এ ধরনের সমিতি দেখা যায়। নিম্নে এ জাতীয় সমিতির দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

- **গুহ ও মুখার্জীর** ভাষায়, "কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে কোনো দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করলে তাকে উৎপাদকের বা উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে।"[১]

[১] গুহ, শ্রীশংকর প্রসাদ ও মুখার্জী, শ্রীবিষ্ণুপদ, কারবার সংগঠন ও ব্যবসায় পরিচয়, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-২৫৮।

- **ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের** মতে, "পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক স্বার্থে সংগঠিত সমবায় সমিতিকে উৎপাদক সমিতি বা উৎপাদকগণের সমবায় সমিতি বলে।"

উৎপাদক সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- যৌথ প্রচেষ্টায় পণ্য উৎপাদন;
- কাচাঁমালের সহজ প্রাপ্তি;
- পণ্যের যৌথ বাজারজাতকরণের সুবিধা অর্জন;
- মূলধনজনিত সমস্যা দূরীকরণ;
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ লাভ;
- মধ্যস্থব্যবসায়ীদের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ।

উল্লিখিত আলোচনা শেষে বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদন সুবিধা ভোগ করার জন্য এবং ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যে সমবায় সমিতির সদস্যগণ নিজেরাই পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকে এবং মধ্যস্থব্যবসায়ীদের সহায়তা ছাড়াই সরাসরি ক্রেতাদের নিকট পণ্য বিক্রয় করে তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে।

ভোক্তা সমবায় সমিতি

Consumers cooperative society

ভোক্তারা নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য খুচরা বিক্রেতা বা মধ্যস্থব্যবসায়ীদের নিকট থেকে না কিনে সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে ক্রয় করার জন্য যে সমিতি গঠন করে তাকে ভোক্তা সমবায় সমিতি বলে। এর মাধ্যমে ভোক্তারা স্বল্পমূল্যের পণ্যসামগ্রী পেতে পারে। **নরেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর** ভাষায়, "মধ্যস্থব্যবসায়ীর মুনাফার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং কমমূল্যে জিনিস পাবার উদ্দেশ্যে ভোক্তা বা সম্ভোগকারীগণ যে সমবায় সমিতি গঠন করে তাকে ভোক্তা বা সম্ভোগকারীদের সমবায় সমিতি বলে।"

ভোক্তা সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে-

i. স্বল্পমূল্যে সদস্য ও অন্যান্যদের পণ্য সরবরাহ;
ii. উৎপাদকের নিকট থেকে মানসম্মত পণ্য সংগ্রহ;
iii. সদস্যদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি;
iv. মধ্যস্থব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্তি;
v. অধিক পণ্য ক্রয়ের সুযোগ গ্রহণ;
vi. অপব্যয় ও অপচয় রোধ।

উল্লিখিত আলোচনা শেষে বলা যায়, ভোক্তা সমবায় সমিতি হচ্ছে ভোগ্য পণ্য ক্রেতাদের সে ধরনের সমবায় সংগঠন যেখানে ভোক্তারা মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের প্রভাবমুক্ত হয়ে সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে স্বল্প মূল্যে পণ্য ক্রয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ তাদের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্যে নানাধর্মী সমবায় সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। এ কারণে সমাজে বিচিত্র ধর্মী সমবায় সংগঠন দেখতে পাওয়া যায়। সদস্যদের চাহিদা অনুসারে, উদ্দেশ্য/কার্যের প্রকৃতি অনুসারে, সাংগঠনিক স্তর অনুসারে এবং দায়দায়িত্বের প্রকৃতি অনুসারে মোট চার ধরনের সমবায় সংগঠন মূলত পরিলক্ষিত হয়।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. সমবায় সমিতি কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
২. সমবায় সমিতির নীতিমালা বা আদর্শগুলোর বর্ণনা দিন।
৩. সমবায় সমিতি কাকে বলে? এর উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমবায় সমিতির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৫. সমবায়ের সুবিধাগুলো লিখুন। এর কী কী অসুবিধা রয়েছে আলোচনা করুন।
৬. একটি সমবায় সমিতি কীভাবে গঠিত হয়? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৭. বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতির বর্ণনা দিন।
৮. বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করুন।
৯. বাংলাদেশে সমবায় সমিতির সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
১০. বাংলাদেশে সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হলে কার কাছে আবেদন করতে হয়? আবেদনের জন্য কি কোনো নির্ধারিত ফরম আছে?
১১. কী কী শর্ত পূরণ করলে সমবায় সমিতির নিবন্ধক একটি সমবায় সমিতি নিবন্ধন করবেন?
১২. একটি ভোক্তা সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে আপনার কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে?
১৩. কাল্পনিক তথ্য ব্যবহার করে একটি উৎপাদক সমবায় সমিতির উপবিধি প্রণয়ন করুন।